আজকের কাগজ

তারিখ 19 APR 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

207

শিক্ষক ধর্মঘট এবং শিক্ষার পরিবেশ প্রসঙ্গে

গতকাল থেকে সারাদেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের ধর্মঘট শুরু হয়েছে। ধর্মঘটের ফলে স্বভাবতঃই বন্ধ হয়ে গেছে স্কুল-কলেজগুলো। দেশের ৬টি প্রধান শিক্ষক সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা লিয়াজোঁ কমিটির আহবানে এ ধর্মঘট শুরু হয়েছে। শিক্ষকরা বলছেন সরকার ১৯৯২ সালে দেয়া প্রতিশ্রুতি রাখেননি। এ জন্যেই তাঁরা ধর্মঘটে গেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষকরা ধর্মঘট করেছিলেন তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে। সে সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর শিক্ষকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। কারণ তাঁরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন তাঁদের দাবি-দাওয়া পূরণের ব্যাপারে। কিন্তু ২৬ মাস গত হওয়ার পরও অনেক দাবি এবং মূল বেতন-ভাতা সংক্রান্ত দাবিটি সরকার এখনও পূরণ না করায় তারা ধর্মঘটে গেছেন বলে শিক্ষকদের লিয়াজোঁ কমিটি জানিয়েছেন। ১২ এপ্রিল ঢাকায় শিক্ষকদের এক সমাবেশ থেকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে তাদের দাবি মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়েছিলো কিন্তু সরকার তা মানেননি। প্রকাশিত খবরে জানা গেছে যে, '৯২ সালের শিক্ষকদের আন্দোলনের দাবি ছিল ১৫ দফা আর এবার দাবি চার দফা, ১৫ দফা দাবির অধিকাংশ দাবিই পূরণ হলেও শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত যে দাবিটি ছিল অর্থাৎ সরকার এখন যে ৭০% ভাগ বেতন-ভাতা দেন তা ১০০%-এ উন্নীত করা, সে দাবিটিই পূরণ হয়নি এবং জটিলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে এ কারণেই।

আগামী ২ মে থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু শিক্ষকদের ধর্মঘট যদি প্রলম্বিত হয় তাহলে ঐ পরীক্ষার ভাগ্য বিড়ম্বিত ও বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। অবশ্য বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর যে ভাষ্য পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, আগেও শিক্ষকদের ধর্মঘটের সময় সরকার পরীক্ষা নিয়েছে। কিন্তু এ কথা গণতান্ত্রিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ কি-না তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এরমধ্যে আবার লিয়াজোঁ কমিটির বিরুদ্ধে একটি শিক্ষক সংগঠন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন কিন্তু তাদের সংখ্যা নগন্য। মোট দু'লাখ শিক্ষক অর্থাৎ ৯৫% ভাগ শিক্ষক যেখানে ধর্মঘট করছেন সেখানে এই গোষ্ঠীটির প্রতিনিধিত্বশীলতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে এ সংগঠনটিকেই দেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু এসব মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন যাই করা হোক না কেন সমস্যা বা সংকটের সমাধান হচ্ছে না। স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার অর্থ শিক্ষার পরিবেশের অবনতি ঘটা। এমনিতেই বিভিন্ন কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি তার উপর এ ধরনের অচলাবস্থা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে তা জাতির জন্যে মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করবে।

শিক্ষার মত একটি খাতকে নিয়ে সরকারের পুরনো কায়দায় দল ভাঙাভাঙির চেষ্টা চালানো খুব একটা প্রশংসাযোগ্য কাজ নয় নিশ্চয়ই। উপরন্তু শিক্ষকদের বর্তমান দাবিকে এখন অন্যায্যও বলা যাবে না, কারণ যে দাবি তাঁরা করছেন সে দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি তারা ইতিপূর্বে পেয়েছিলেন। আর যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয় বলে বলা হচ্ছে সেখানে শিক্ষকদের সাম্যক অবস্থা বিবেচনা করা হচ্ছে না কেন এই নৈতিক প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। উপরন্তু জানা গেছে যে, বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের ১০০% ভাগ বেতন-ভাতা দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট অর্থ বিভাগের দ্বিমত নেই, তাহলে শিক্ষকদের দাবি পূরণে গড়িমসী কেন করা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়।

শিক্ষকরা জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের কারিগর। যে জাতি বা রাষ্ট্র তার শিক্ষক কূলকে উপযুক্ত সম্মান দিতে পারে না তারা নিজেদের ভবিষ্যতকেই কালিমা লিপ্ত করে। এভাবেই ঔপনিবেশিক এক স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী আমাদের শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট এবং নৈতিক অবক্ষয় ঘটিয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে আমরা আশা করব সেই পূর্বতন মূল্যায়নের পরিবর্তন ঘটবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষকদের ভার গ্রহণ করা হলে জাতির লাভ বৈ ক্ষতি হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।